1 2 JUN 2008
৪

প্রাইমারি শিক্ষার ব্র্যাকীকরণ কার স্বার্থে? কার ঋণ পরিশোধে?

ইউনুস রাজু

মাথা ব্যথা হলে কি মাথা কেটে ফেলা উচিত? নাকি মাথা ব্যথার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে তা উপশমের ব্যবস্থা করা উচিত। সম্প্রতি আমাদের প্রাইমারি স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে সরকার এমনই এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তার শিকারে পরিণত হচ্ছে।

ব্র্যাকের হাতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার তদারকির দায়িত্ব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান সরকার। গত ১৩ মে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সইকৃত এক পত্রে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের একাডেমিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের হাতে দেয়া হয়। জানা গেছে, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির অর্থায়নে গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিং এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকল্পটি ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে। শিক্ষক সমাজ তো বটেই, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্ব মহলই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দাতা সংস্থাগুলোর চাপে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করে এনজিওদের হাতে তুলে দেয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছে। শিক্ষার মত এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি করে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট একটি এনজিওর হাতে দেয়া হলো এবং কার স্বার্থে দেয়া হলো তা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। যে যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেননা শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর সীমাহীন দুর্নীতির খবর আমাদের প্রায় সবারই জানা। সরকার এ ক্ষেত্রটির অব্যবস্থাপনা দূর করতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছে একটি প্রতিষ্ঠানকে এদেশের কোন সিস্টেমে যার কোন জবাবদিহিতা নেই, স্বচ্ছতা নেই। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে যে প্রতিষ্ঠানটি তিন দশকে বিদেশী দাতাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা এনেছিল। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি একটুও। বরং আরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে।

সরকারের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। দেশের শিক্ষক-শ্রেণী তাদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে এ ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে। দেশের এই জরুরি অবস্থার মধ্যেও শিক্ষক ছাত্ররা তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে। বাংলাদেশের ঘোষিত বাজেটে প্রতিবছরেই শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা কাগজপত্রে অন্যান্য খাতের তুলনায় বরাবরই বেশি থাকে। তবে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজের দাবি বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষা বাজেটের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হবে। ইতিমধ্যে শিক্ষক সমিতিগুলো সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। গত ২৭ মে প্রাথমিক শিক্ষকদের ৫-৬ টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পটভূমি যে বর্তমান সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যেই রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্র্যাক কিছু সংখ্যক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে বটে, কিন্তু সেগুলোর কোন সাফল্যের খতিয়ান সরকারের জানা আছে কি না আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিক ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলো বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে লক্ষণীয় কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছে এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না। বরং সর্ব মহলে এটাই স্বীকৃত যে প্রচারণা এবং ভিডিও করে দাতাদের কাছে পাঠানোর উপাদান হিসেবে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাফল্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখ করার মতো কোন সাফল্য নেই। বরং ব্র্যাকের উপ-অনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার একটি অসম্পূর্ণতার ধারা সৃষ্টি করছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রমের পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী আর মূল ধারায় শিক্ষা নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয় না। ফলে 'না ঘরকা না ঘাটকা' মার্কা কিছু 'শিক্ষিত' তৈরি করা ছাড়া ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোন অবদান রাখতে পারছে সেটা বলা যাবে না।

এহেন ব্র্যাক যেখানে তাদের স্কুলগুলোই চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে তারা হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কি করে এ প্রশ্ন আজ সচেতন মহলের। তাছাড়া এনজিওদের পরিচালিত স্কুলগুলোর অধিকাংশই নন ফরমাল ও সুবিধাবঞ্চিত ছেলে মেয়েদের জন্য পরিচালিত হয়। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্র্যাকের নজরদারিতে তুলে দেয়ার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষা কোন ছেলের হাতে মোয়া নয় যে যখন যার তার হাতে দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা যাবে।

আমাদের দেশে উন্নয়ন অগ্রগতিতে এনজিওর ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদেশগুলো সরকারকে সহযোগিতা করার চেয়ে এনজিওদের ওপর বেশি আস্থাশীল। আর এনজিওগুলোর কাছে দেশ ও জনগনের স্বার্থের চেয়ে দাতাদের খুশি করাই প্রধান কাজ হয়ে যায়; কারণ দাতারাই তাদের অর্থ যোগান দেয়। এর আগে দেশে একাধিক এনজিও তাদের দাতা বন্ধুদের ধারণা দিয়ে দেশে কৃষি ব্যবস্থাকে হাইব্রিড বীজের নামে বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখতে চেয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্যকে পুঁজি করে একাধিক এনজিও অর্থ এনে ক্ষুদ্র ঋণের নামে ব্যবসা চালিয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে সরকারি বিনিয়োগ বন্ধ করতে বিদেশি প্রেসক্রিপশন অনুসারে ইতোমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এনজিও ব্র্যাকের হাতে দেশের ৩০টি উপজেলার তিন হাজারেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্ব হস্তান্তর করা হচ্ছে বলে জানা যায়। যদিও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বিষয়টিকে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে সরকারের ব্যর্থতাই প্রকট আকার ধারন করেছে।

আমরা জানি প্রাথমিক শিক্ষা হলো পুরো জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমাদের দেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮ হাজার ৩৬১টি। এর মধ্যে সরকারি ৩৭ হাজার ৬৭১টি, পিটিআইভুক্ত পরীক্ষামূলক ৫৩টি, নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ হাজার ৪২৮টি, কমিউনিটি স্কুল ৩ হাজার ২২৫ টি, স্যাটেলাইট স্কুল ৪ হাজার ৮২৩টি, হাইস্কুলের অন্তর্ভুক্ত প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার ৫৭৬ টি, নিবন্ধন ছাড়া বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার ৭৯২টি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ২ হাজার ৪৭৭টি, ইবতেদায়ী মদ্রাসা ৩ হাজার ৪৪৩ টি, মাধ্যমিক মদ্রাসার অন্তর্ভুক্ত ইবতেদায়ী মদ্রাসা ৩ হাজার ৫৭৪টি এবং এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাইমারি স্কুল হলো ৩০১টি মাত্র। তাছাড়া শিক্ষকের সংখ্যা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ১৫ লাখ ৭ হাজার ২৩৬ জন অপর পক্ষে এনজিওতে রয়েছে শিক্ষক ১ হাজার ৯৭ জন শিক্ষক। এ পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে এনজিওদের পরিচালনায় স্কুলের সংখ্যা যেমন কম ঠিক তেমনি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম। এই সীমিত শক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কি করে এনজিওগুলো আরও পরিষ্কারভাবে বললে ব্র্যাক সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মনিটর করবে। আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা যদি ওঠে তবে বলতেই হবে বরং ব্র্যাকের শিক্ষকদেরই উচিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। আসলে সরকারি কাঠামো, জনবল, অর্থ এবং শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবহার করেই ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ওপর ছড়ি ঘোরাবে এবং এই ছড়ি ঘোরানোর জন্য অর্থ জোগান দেবে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি। এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটির এনজিওকরণ সম্পন্ন হবে বাংলাদেশেরই জনগণের অর্থে, সরকারের কাঠামো ও জনবল ব্যবহার করে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম আর দুর্নীতির কথা যদি তোলা হয় তবে প্রশ্ন করতেই হয় এনজিওগুলো কী দুর্নীতির উর্ধ্বে? আমরা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম এবং দুর্নীতি সমর্থন করছি

শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নানা

প্রতিনিধি, লোহাগাড়া (চট্টগ্রা

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজে উচ্চ বিদ্যালয়ের শতাধিক ছা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ন অভিযোগ এনেছে। স্কুলের স দাবিতে তারা লোহাগাড়া উ অফিসারের কাছে স্মারকলিপি ইতিপূর্বে স্কুলের অন্যান্য শি নির্বাহী অফিসারের কাছে ওই বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের স্মারকলিপি দিয়েছিল। ইউএন সভাপতি। ছাত্রছাত্রীদের দা কোন্দল নিরসন, অযোগ্য শিক্ষিকাকে দায়িত্ব থেকে উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ। প্রধান শিক্ষিকা ও তার স্বা হিন্দুপাড়া, ভবানিপুরসহ বি ছাত্রছাত্রীদের জরুভীতি ও অভিযোগ এনেছে। এ ছাত্র ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টা প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি ছাত্রছাত্রীরা ইতিপূর্বে প্রকল্প ইউএনও বরাবরে লিখিত অভি বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা বলেন প্রদর্শনের সময় উপস্থিত ছাত্রছা স্কুলের নয়।

স্বাধীনতার ৩৭ ব

মোরেলগঞ্জে এক মুক্তি হত্যার অভিযোগে রাজাকারের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগে

সোমবার বাগেরহাটের মোরে স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর এক হত্যার অভিযোগে ১২ রাজা মামলা হয়েছে। তেলিগাতী মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্দার আলী আমিরুন নেছা এ মামলা করেন ১১। এ মামলায় একই গ্রামের আলী খাঁর পুত্র আকরাম খাঁ খাঁকে প্রধান আসামি করা অজ্ঞাত আরও ১১ জনকে আস

মামলার অভিযোগে ও থান গেছে, ১৯৭১ সালে মুক্তি তেলিগাতী গ্রামের সেকেন্দার আ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে হয়ে তাৎক্ষণিক মুসলিম লীগ খাঁ তাকে খোঁজাখুঁজি করতে থাক সেকেন্দার আলী বেপারী ১৯ নভেম্বর নৌকাযোগে অন্যত্র পশ্চিম তেলিগাতী গ্রামের ফকিরবাড়ির সামনে তাকে ও আলীকে আকরাম খাঁসহ অন্য স করে হত্যা করে। এ ঘটনার পর পরিবারের লোকজন পালিয়ে যা

লাকসামে ট্রেন নামতে গিয়ে